১১০

আজকের কাগজ

তারিখ 06 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

নবীগঞ্জে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ॥ কর্মকর্তা ও ইউপি চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ থানায় ভুয়া নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দিয়ে ৩ জন অন্য জেলার অধিবাসী সরকারি নিয়ম অমান্য করে নবীগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। বিষয়টি এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। নেত্রকোনা জেলার অধিবাসী আবুল কাশেম খান, পিরোজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে কুমিল্লা জেলার অধিবাসী নাসিমা আক্তার জালালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষিকা পদে এবং কিশোরগঞ্জ জেলার অধিবাসী শেফালী বেগম তাহিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষিকা পদে নিয়োগে পেয়েছেন। প্রকাশ, সম্প্রতি নবীগঞ্জ থানায় প্রধান শিক্ষকের ২৪টি ও সহকারী শিক্ষকের ৬৪টি শূন্যপদ পূরণের জন্যে নবীগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করা হয়। ফলে উল্লেখিত ৩ জন নবীগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দার ভুয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে একজন প্রধান শিক্ষক ও ২ জন সহকারী শিক্ষিকা পদে চাকরির আবেদন করেন এবং তারা নিয়োগ পান। অভিযোগে জানা যায়, হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অফিসে লোক নিয়োগে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী একমাত্র জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করার কথা থাকলেও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে বাইরের জেলার লোকেরা হবিগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দা সেজে এখানে চাকরি পাচ্ছে। জানা যায়, যখনই হবিগঞ্জের কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়েগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় তখন শর্তাবলীতে কেবলমাত্র হবিগঞ্জ জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের আবেদন করতে বলা হয়। কিন্তু বাইরের জেলার যে সব কর্মকর্তা বা কর্মচারি হবিগঞ্জের বিভিন্ন অফিসে চাকরি করেন তাদের অনেকেই স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট নিয়ে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে হবিগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দা দেখিয়ে চাকরির আবেদন করান। এসব কর্মকর্তারা তাদের প্রভাব খাটিয়ে তাদের আত্মীয়দের নিয়োগও নিশ্চিত করেন। ফলে দেখা যায়, হবিগঞ্জ জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। নবীগঞ্জ থেকে শরীফ উদ্দিন কামাল।